Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়:

বে সবর এর কুফল

তত্ত্বাবধায়নে:

আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা-আইওএম

জমা দিয়েছেন:

ফারহানা নাসরীন

রোল: ২২৭০২০৯৮৮

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়:

বে সবর এর কুফল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নে:

আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা–আইওএম

জমা দিয়েছেন:

ফারহানা নাসরীন

রোল: ২২৭০২০৯৮

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "**বে-সবরের কুফল**" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে **ফারহানা নাসরীন**, আইডি: **২২৭০২০৯৮** বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

<u>তত্ত্বাবধায়নে</u>:

আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা-আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

<u>এক্সটারনাল</u>:

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "**বে সবর এর কুফল**" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্রটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেন নি।

(স্বাক্ষর)

তারিখ: ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ফারহানা নাসরীন
আইডি: **২২৭০২০৯৮৮**
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

সূচিপত্র

ভূমিকা..2

সবর ও বে সবর এর সংজ্ঞা..2

বে-সবরের স্বরূপ ও প্রকৃতি..3

বে-সবর, সবর ও সন্তুষ্টির মাঝে পার্থক্য..5

সবরের সহায়ক উপাদানসমূহ..5

বিপদের কথা গোপন রাখা..7

সবরের গুরুত্ব ও মর্যাদা..7

সবর বা ধৈর্য বাড়ানোর উপায়..9

সালাফের অসুস্থকালীন প্রার্থনা..12

সবরের প্রতিদান..13

সবরকারীদের প্রতিদান...14

সর্বাবস্থায় সবরের আবশ্যকতা...15

বিপদে বে-সবর বান্দার অবস্থা..16

বিপদে বে-সবর বান্দার করণীয়...17

অসুস্থতার দিনে সবরের পরীক্ষা...18

বে-সবরের পরিনতি..19

মুসীবতে বে-সবর হলে তা হতে উত্তোরণের উপায়...20

বে-সবর কবিরা গুনাহ..21

বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ...21

উপসংহার..22

তথ্যসূত্র..23

ভূমিকা

জীবন কখনো আনন্দে কাটে, কখনো হয়ে ওঠে বিষাদময়। সুখ যেমন লাগাতার স্থায়ী হয় না, তেমনই জীবনের আদি-অন্ত পুরোটা সময় কষ্টের ওপর অতিবাহিত হয় না। ঘুরেফিরে পরস্পর বিপরীত এ দুই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় সবাইকে। বস্তুত, সুখ-দুঃখের এ ক্রমাগত আবর্তন মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। সুখের সময় শোকর আর বিপদাপদ ও কষ্ট-মুসিবতে সবর-এতেই মুমিনের সাফল্য। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, সুখের সময়টাকেই আমরা কেবল সাফল্য মনে করি! বিপদাপদ ও কষ্ট-মুসিবতকে মনে করি জীবনের চরম ব্যর্থতা। তখন আমরা বেসবর বা অধৈর্য হয়ে পড়ি।বিপদাপদ ও মুসিবতের সময়গুলোতে যদি আমরা সবর করতে পারি, তবে আমাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান।বিপদের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। বরং অনেক সময় দেখা যায়, মুত্তাকি মুমিন সাধারণ মুমিনের তুলনায় বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়। বাস্তবতা তা-ই বলে। বর্তমান সময়ে বিপদ আসলে সকল মানুষকেই সীমাহীন বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়। মনে হয়, দুনিয়ার ভিত্তি যে বিপদাপদের ওপর রাখা হয়েছে-এ ব্যাপারে তারা অবগত নয়। তারা মনে হয় জানেই না যে, দুনিয়াতে সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থতারই অপেক্ষা করে; যুবক অপেক্ষা করে বার্ধক্যের এবং অস্তিত্বশীল বস্তু অপেক্ষা করে, কখন তার অস্তিত্ব বিলীন হবে। বিপদগ্রস্ত মুমিনকে জানতে হবে যে, বিপদের মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তাআলা তাকে পরীক্ষা করছেন। তার ধ্বংস, বিনাশ বা শাস্তি বিপদের উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, তার সবর,ইমান ও আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তার সন্তুষ্টির পরীক্ষা করা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার সকাতর প্রার্থনা শুনতে চান এবং তাকে আল্লাহর দরজায় করাঘাতকারী, ভগ্ন হৃদয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত ও তাঁর কাছে সকল অভিযোগ ব্যক্তকারী হিসেবে দেখতে চান।

সবর ও বে-সবর এর সংজ্ঞা

الصبر শব্দটি صبر থেকে গৃহীত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ বাধা প্রদান করা ও বিরত রাখা। যখন বাধা প্রদান করা হয় ও বিরত রাখা হয় তখন আরবীতে বলা হয় صبر। অধৈযর্তা-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা থেকে নফসকে বিরত রাখা, অভিযোগ পেশ করা, বিরক্তি প্রকাশ করা থেকে জবানকে বিরত রাখা এবং মুছীবতে পড়ে গালে চপেটাঘাত করা এবং জামা ছিড়ে ফেলা থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে বিরত রাখাকে الصبر বলা হয়। সুতরাং সবর তিন প্রকার। আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেছেন, তা পালন করতে গিয়ে সবর করা, তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার ক্ষেত্রে সবর করা এবং তাক্বদীর অনুযায়ী যেসব মুছীবত আসে তাতে সবর করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত'। (সূরা তাগাবুন: ১১)

আর বে সবর বলতে বুঝায় আনন্দ, প্রতিকূলতা, দুঃখ এবং উদ্বেগ ইত্যাদির সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করা এবং মন্দ কাজগুলি হতে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাকে বুঝায়।

বে-সবরের স্বরূপ ও প্রকৃতি

বান্দার সকল বিপদ নিম্নোক্ত চার প্রকারের অন্তর্ভুক্ত:

১. নিজের সত্তার ওপর বিপদ।

২. সম্পদের ওপর বিপদ।

৩. ইজ্জত-আবরুর ওপর বিপদ।

৪. পরিবার-পরিজন ও প্রিয় ব্যক্তিদের ওপর বিপদ।

উপরিউক্ত চার রকমের পরিস্থিতিতে মানুষ বে-সবর হয়ে পড়ে

বিপদগ্রস্ত মুমিনকে জানতে হবে যে, বিপদের মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তাআলা তাকে পরীক্ষা করছেন। তার ধ্বংস, বিনাশ বা শাস্তি বিপদের উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, তার সবর, ইমান ও আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তার সন্তুষ্টির পরীক্ষা করা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার সকাতর প্রার্থনা শুনতে চান এবং তাকে আল্লাহর দরজায় করাঘাতকারী, ভগ্ন হৃদয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত ও তাঁর কাছে সকল অভিযোগ ব্যক্তকারী হিসেবে দেখতে চান। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দিন সবরকারীদের।'[১৫৬]

অন্য আয়াতে বলেন:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

'যারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অপরিমিত।'[২]

তিনি আরও বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ''''

'আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দিন সবরকারীদের।''[সূরা বাকারা ১৫৫]

অন্য আয়াতে বলেন:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

'যারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অপরিমিত।''[সূরা জুমার ১০]

তিনি আরও বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারী ও সবরকারীদের এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।'[সূরা মুহাম্মদ ৩১]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে নব্বইয়ের অধিক স্থানে 'সবর' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। সবরকে অনেক কল্যাণ ও মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং সবরকে এগুলোর পূর্বশর্ত অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য এমন সব নিয়ামত রেখেছেন, যা অন্যদের জন্য রাখেননি। ইরশাদ করেন:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

'ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।''[সূরা বাকারা ১৫৭]

অর্থাৎ সবরকারীদের জন্য একসাথে হিদায়াত, রহমত ও বিশেষ অনুগ্রহের পুরস্কার রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা সালাতের সাথে সবরকে সম্পৃক্ত করেছেন। ইরশাদ করেন:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

'আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর নিশ্চয়ই তা বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন।'[সুরা আত-তাওবা: ৫১]

বে-সবর, সবর ও সন্তুষ্টির মাঝে পার্থক্য

বে সবর বলতে বুঝায় আনন্দ, প্রতিকূলতা, দুঃখ এবং উদ্বেগ ইত্যাদির সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করা এবং মন্দ কাজগুলি হতে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাকে বোঝায়।

অপরদিকে 'সবর' হলো বিপদ-মুসিবত থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ সংবরণ করা, নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা, বিপদ কেটে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা এবং অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠাজনিত কোনো কর্ম থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযত রাখা।

আর 'রিজা' বা সন্তুষ্টি হলো, ফয়সালার ব্যাপারে হৃদয়কে উদার ও প্রশস্ত রাখা এবং বিপদ কেটে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা; যদিও তা অনুভূত হয়, কিন্তু রিজা সেই বিপদকে হালকা করে দেয় এবং ইলম ও ইয়াকিনের স্বচ্ছতা তাকে সরাসরি হৃদয়ে আঘাত হানতে বারণ করে। আর যদি রিজা শক্তিশালী পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তবে বিপদের অনুভব সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যায়।

সবরের সহায়ক উপাদানসমূহ

আল্লাহ তাআলা যখন সবর করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তা অবলম্বন করার উপায়-উপকরণও বাতলে দিয়েছেন, যেগুলো বান্দাকে সবর করতে সাহায্য করবে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেকে আত্মস্থ করাবে যে, প্রতিটি মুসিবত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে এবং এটি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত ফয়সালা ও তাকদির। আল্লাহ তাআলা এটি না তাকে ধ্বংস করার জন্য দিয়েছেন, আর না শাস্তি দানের জন্য। বরং তা দিয়েছেন বান্দার সবর, রিজা, আল্লাহর কাছে তার অভিযোগ করা এবং অনুনয়-বিনয় করে দুআ করা প্রভৃতি বিষয়গুলো পরীক্ষা করার জন্য। যদি এ সকল বিষয় তাকে দেওয়া হয়, তখনই তার জন্য আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত প্রতিদান নিশ্চিত। আর যদি সে এসব থেকে বঞ্চিত হয়, তবে এটা তার জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতি।

উপাদানসমূহ

এক. দুনিয়া পেরেশানি ও পরীক্ষার জায়গা, যেখানে শান্তির আশা করা যায়না-এটা জানা।

দুই. মুসিবত আসাটা স্বাভাবিক এটা জানা।

তিন. উপস্থিত বিপদের চেয়ে বড় বড় বিপদ আসতে পারত-এটা মনে করে স্বস্তি অনুভব করা।

চার. এ ধরনের বিপদে যারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদের প্রতি লক্ষ করা। কারণ, অন্যের মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করাও অনেক বড় প্রশান্তি।

পাঁচ. নিজের বিপদের চেয়ে বড় বিপদে আক্রান্ত লোকদের প্রতি লক্ষ করা, তাহলে নিজের বিপদটি হালকা মনে হবে।

ছয়. বিপদের পরে সুখের আগমন ঘটে-এটার আশা রাখা। যেমন: মায়ের (প্রসববেদনার) কষ্টের পর সন্তানের আগমন ঘটে।

সাত, সবরের মাধ্যমে সবরকারীদের যে সাওয়াব ও মর্যাদা এবং সবরে তাদের যে আনন্দ রয়েছে, তার আশা করা। কারণ, রিজার পর্যায়ে উন্নতহওয়াই শেষ লক্ষ্য।

আট, বান্দা মনে করবে যে, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ফয়সালাতেই কল্যাণ নিহিত।

নয়. বিপদের আধিক্য শ্রেষ্ঠ বান্দাদের জন্যই হয়ে থাকে-এমন জ্ঞান করা।

দশ. নিজেকে একজন গোলাম মনে করতে হবে। আর গোলামের জন্য নিজের ব্যাপারে কোনো কর্তৃত্ব থাকে না।

এগারো. বর্তমান মুসিবতটি তার মালিকের ইচ্ছায়ই আপতিত হয়েছে। সুতরাং গোলামের জন্য মালিকের সন্তুষ্ট বিষয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

বারো, অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার সময় নিজেকে তিরস্কৃত করা যে, বিপদের বিষয়টি তো আবশ্যক। আর আবশ্যকীয় বিষয়ে অধৈর্য হওয়ার কী আছে?

তেরো. বিপদ হলো সীমিত সময়ের জন্য, যেন তা ঘটেইনি।

যখন আমাদের ধন-সম্পদ, দেহ বা প্রিয়জন বিপদাপদের শিকার হয়, তখন মনে করতে হবে,-যিনি তা নির্ধারণ করেছেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান; তিনি অনর্থক ও অযথা কোনো কাজ করবেন না এবং অহেতুক কোনো বিষয় নির্ধারণ করবেন না। আল্লাহ তাআলা দয়াশীল, যার দয়া বান্দার জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। তিনি বান্দার প্রতি দয়া করে দান করেন। অতঃপর দয়া করে শোকরের তাওফিক দেন। তিনি দয়া করে বিপদে ফেলেন। অতঃপর দয়া করে সবরের তাওফিক দেন। সুখ-দুঃখের চেষ্টাসমূহের ওপর আল্লাহ তাআলার রহমত অগ্রগামী এবং এগুলো আল্লাহ তাআলার রহমতের পশ্চাতে। তিনি আরও দয়া করেছেন, বিপদকে গুনাহ ও পাপ বিমোচনকারী এবং নেক ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ বানিয়ে।

বিপদের কথা গোপন রাখা

মুসিবত ও বিপদাপদের কথা গোপন রাখা এবং এ ব্যাপারে অন্যদের অবহিত না করার ব্যাপারে সুন্দর একটি নববি নির্দেশনা রয়েছে। রাসুল বলেন:

مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ، وَالْأَمْرَاضِ، وَالصَّدَقَةِ

'বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও সদাকার কথা গোপন রাখা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত।'

মুসিবত গোপন রাখা সম্ভব হলে তা গোপন রাখা আল্লাহ তাআলার গোপন নিয়ামতের একটি। এটি রিজা বা সন্তুষ্টির গোপন রহস্য এবং উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা না থাকার প্রমাণ।

সবরের গুরুত্ব ও মর্যাদা

সবর বা ধৈর্য ধারণ করা আকীদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জীবনে বিপদ-মুসিবত নেমে আসলে অস্থিরতা প্রকাশ করা যাবে না। বরং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাওয়ার আশা করতে হবে।

ইমাম আহমদ রহঃ বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নব্বই স্থানে সবর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।'

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

ضياء الصبر

'সবর হল জ্যোতি।" (মুসনাদ আহমদ ও মুসলিম)

উমর রা. বলেন, 'সবরকে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি।" (বুখারী)

'সবর মুসিবতের প্রাথমিক অবস্থাতেই অবলম্বন করতে হয়। '

আরেকটি আদব হলো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অসংযত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা, তবে ক্রন্দন করা বৈধ।

জনৈক দার্শনিক বলেন, 'ধৈর্যহীনতা ও অস্থিরতা হারানো বস্তুকে ফিরিয়ে আনে না, তবে শত্রুকে আনন্দিত করে।'

নিঃশব্দে কোনো নিষিদ্ধ বাক্যব্যয় ব্যতীত ক্রন্দন করা এবং চিন্তা করা সবর ও রিজার পরিপন্থী নয়।

আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব -এর ঘটনা বর্ণনায় বলেন:

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

'আর তাঁর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল শোকাবেগবশত, যদিও তিনি সংবরণকারী ছিলেন।'

কাতাদাহ বলেন, তিনি পেরেশানির ব্যাপারে সংবরণকারী ছিলেন। ফলে ভালো বৈ কোনো কথা তিনি বলেননি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ইয়াকুব বলেছেন:

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

'আমার অসহনীয় দুঃখ ও আমার বেদনা নিবেদন করছি আল্লাহরই কাছে।' [সূরা ইউসুফ ৮৪]

এ ছাড়াও কুরআনে তাঁর সবরকে 'সবরে জামিল' বা উত্তম সবনা বলা হয়েছে, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ 'সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়'

সবরের মর্যাদা অনেক এবং এর স্থান বহু ঊর্ধ্বে। আলি বিন আবি তালিব বলেন, 'মনে রেখো, ইমানের জন্য সবর দেহের জন্য মাথার ন্যায়। যদি মাথা কেটে যায়, তবে দেহ অকেজো হয়ে পড়ে।' অতঃপর তিনি উচ্চ আওয়াজে বললেন, 'জেনে রেখো, যার সবর নেই, তার ইমান নেই।'

উমর বিন খাত্তাব বলেন, 'আমরা জীবনের সুখ পেয়েছি সবরের মাধ্যমে।'

সালমান আল-ফারসি বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করল। কিন্তু ধীরে ধীরে সে তা হারাতে শুরু করল। তখন সে আল্লাহর শোকর আদায়ে আত্মনিয়োগ করল। এভাবে একদিন সে সবকিছু হারিয়ে বসল। এমনকি অবশেষে একটি চাটাই ছাড়া তার কিছুই রইল না। তারপরেও সে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর আদায়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখল। এদিকে অপর এক ব্যক্তিও প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করল। সে প্রথম ব্যক্তিকে বলল, 'তুমি কীসের কারণে আল্লাহর প্রশংসা করছ?' প্রথম ব্যক্তি উত্তর দিল, 'আমি সেই নিয়ামতের প্রশংসা করছি, যা কখনো কেউ হারানোর কথা চিন্তাও করে না।' দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, 'কী সেই নিয়ামত?' প্রথমজন বলল, 'চোখ, জিহ্বা, হাত-পা ইত্যাদি। '

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ একদা এক অন্ধ লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে অন্ধত্বের সাথে সাথে কুষ্ঠরোগী ও বিকলাঙ্গও ছিল, তবে তার চেহারায় সন্তুষ্টির উজ্জ্বলতা ঝিলিক মারছিল। সে বলছিল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে নিয়ামত দান করেছেন।' তখন ওয়াহাব-এর সাথে থাকা এক লোক তাকে বলল, 'তোমার ওপর আল্লাহর এমন কোন নিয়ামতটি আছে, যার কারণে তুমি আল্লাহর প্রশংসা করছ?' তখন লোকটি বলল, 'নগরবাসীর দিকে তোমার দৃষ্টি ফেরাও। দেখো, কত মানুষ বাস করে এখানে। তাদের অনেকেই আল্লাহকে চিনে না। তো আমি কি এ জন্য আল্লাহর প্রশংসা করব না যে, আমি আল্লাহকে চিনি, অথচ অধিক সংখ্যক মানুষ তাঁকে চিনে না?'

আবু দারদা বলেন, 'যে অনুসন্ধান করে, সে পায়। আর যে কঠিন সময়ে সবর করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে না রাখে, সে বিপদের সময় সবর করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। '

যিনি রোগ সৃষ্টি করেছেন, তিনি ওষুধও সৃষ্টি করেছেন এবং আরোগ্য দানের ওয়াদা করেছেন। সুতরাং সবর করো। সবর করা একটু কঠিন ও কষ্টকর হলেও অসম্ভব কিছু নয়।

স্মরণ রাখতে হবে, যদি দুনিয়াতে বিপদাপদ ও পরীক্ষা না থাকত, তবে মানুষ আত্মগরিমা, অহমিকা, অহংকার এবং হৃদয়ের কাঠিন্য ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত

সবর বা ধৈর্য বাড়ানোর উপায়

যেহেতু ধৈর্যধারণের আদেশ করা হয়েছে তাই আল্লাহ আমাদের ধৈর্যশীলতা অর্জনের এবং ধৈর্যের বাতাবরণ মজবুত করার উপকরণ বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের এমন কিছু করতে আদেশ করেননি, যা বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি জানাননি। তিনি নিরায়ময় ছাড়া ব্যাধি দেননি এবং (মৃত্যুরোগ ছাড়া যে-কোনো) রোগব্যাধিতে ওষুধ

সেবনে সুস্থতা লাভের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। ধৈর্যের পথটা যদিও অমসৃণ, কিন্তু এ পথে চলাটা একেবারে অসাধ্য কিছু নয়। ধৈর্য মূলত দুটি জিনিসের সমন্বয়ে অর্জন করা সম্ভব: যার একটি হলো জ্ঞান, অপরটি আমল বা কর্ম। আর এই দুটি উপাদানে রয়েছে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সকল রোগের আরোগ্য। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সবসময়ই অপরিহার্য।

জ্ঞান

কল্যাণকর, উপকারী, উপভোগ্য ও কামালিয়াতের কী কী বিষয়ের নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন এবং ক্ষতিকর, অপকারী ও লোকসান করার মতো কী কী কাজ তিনি নিষিদ্ধ করেছেন, তা জানার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি যখন এসব বুঝতে পারে এবং এর সাথে অত্যধিক সততা, সুউচ্চ হিম্মত, সম্মানবোধ ও মানবতাবোধ অর্জন করতে পারে এবং ওপরে উল্লেখিত দুই জ্ঞানকে একত্র করে আমল করতে পারে, তখন সে সবর অর্জন করতে সক্ষম হবে। তখন তার কাছে ধৈর্যের তিক্ততা মধুর লাগবে এবং ধৈর্যের কষ্ট আনন্দের উপঢৌকন মনে হবে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ শক্তিশালী করা

ধর্ম ও মূল্যবোধের সাথে কামনা-বাসনার চলমান যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য আমারা কিছু হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারি। যেমন:

১. গুনাহের সময় আল্লাহর শক্তি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আল্লাহ সব দেখেন, সব শোনেন। যার অন্তরে আল্লাহর মহত্ত্ব উপস্থিত থাকবে, সে নিজেকে গুনাহে নিয়োজিত করতে পারবে না।

২. আমরা যদি দাবি করি, আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, তাহলে আমাদের উচিত ভালোবাসার খাতিরে তাঁর অবাধ্য না হওয়া; কারণ, যে যাকে ভালোবাসে সে তার কথা রাখে। যারা আল্লাহকে ভালোবেসে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে আল্লাহর চোখে তাদের মর্যাদা শ্রেষ্ঠতম স্থানে অধিষ্ঠিত; আল্লাহকে ভালোবেসে যারা তাঁর ইবাদাত করে তাদের মতোন। আল্লাহকে ভালোবেসে অন্যায় থেকে বিরত থাকা আর তাঁর শাস্তির ভয়ে অন্যায় থেকে বিরত থাকার মধ্যে অনেক পার্থক্য।

৩. আমাদের উচিত আল্লাহর নিআমাত ও দয়ার কথা ভাবা। কোনো ভদ্র ও সজ্জন কখনোই এমন কারও বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না, যে তার প্রতি সবসময় সদয়আচরণ করেন। শুধু নীচ ও হীন ব্যক্তিদের দ্বারাই এমন কাজ করা সম্ভব। আমরা যদি আল্লাহর দয়া ও আনুকূল্যের কথা একমনে চিন্তা করি, তাহলে আমাদের বিবেক বলবে-তাঁর নির্দেশ অমান্য করা এবং অন্যায়ে জড়িয়ে যাওয়া নিতান্তই অনুচিত।

৪. আমাদের উচিত আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি সম্পর্কে চিন্তা করা। যে ব্যক্তি নিরন্তর পাপকাজে ডুবে থাকবে আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্তিত হবেন। দুর্বল মানুষ তো দূরের কথা, কোনো কিছুই আল্লাহর ক্রোধের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

৫. পাপাচারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে কী হারায়, তা আমাদের ভাবা উচিত। এটুকু ভাবনাই যে যথেষ্ট-পাপী ব্যক্তি ঈমান হারায়, যে ঈমানের সামান্য অণু পরিমাণ অংশও সমগ্র জাহানের চেয়ে বেশি মূল্যবান।কেবল একটি মুহূর্তের অনুভূতির জন্য কে চাইবে তার মূল্যবান ঈমান নষ্ট করতে? সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল বলেছেন:

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

'ব্যভিচারী ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না।'

এই হাদীসটির মন্তব্যে একজন সাহাবা বলেছেন: 'ঈমান তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, এমনকি তা তার মাথার ওপরে মেঘের মতো অবশিষ্ট থাকে। যদি সে তাওবাহ করে, তাহলে তা ফিরে আসে।'

৬. শয়তানকে পরাজিত করে তার ওপর আধিপত্য ও বিজয় লাভ করার ইচ্ছে আমাদের থাকা চাই; কারণ, মানবশত্রুকে পরাজিত করার তুলনায় শয়তানকে পরাজিত করার স্বাদ, আনন্দ ও সুখ অনেক বেশি।

৭. আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা সে সমস্ত ব্যক্তিকে পুরস্কার ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং হারাম থেকে সংযত থাকে।

৮. আমাদের উচিত আল্লাহ তাআলার বিশেষ বন্ধুত্বের কথা মনে রাখা। যেমন আল্লাহ বলেন:

* إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।'

* إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

যারা তাকওয়া অবলম্বন করে আর সৎকর্মশীল, আল্লাহ তো তাদেরই সঙ্গে আছেন। '

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ..

'অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে আছেন। '

৯. আমাদের মৃত্যুর কথা সব সময় মনে রাখা উচিত-যা বিনা সতর্কতায় যে-কোনো সময় হাজির হতে পারে।

১০. বিপদ-আপদ ও সুস্থতার ব্যাপারে ভাবতে হবে। কেননা, গুনাহ ও তার ফলাফলই আসল বিপদ আর সুস্থতা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য ও এর প্রতিফল। কাজেই বিপদাক্রান্ত ব্যক্তি তারাই যারা গুনাহগার, যদি-না সুস্থতা অর্জন করে, আর সুস্থ ব্যক্তি তারাই যারা আল্লাহর আনুগত্য করে যদি-না অসুস্থ হয়ে যায়। এ জন্য কোনো এক আলিম বলেছিলেন, 'যদি কোনো বিপদগ্রস্ত লোককে দেখো, তাহলে তার জন্য আল্লাহর কাছে সুস্থতার দুআ করো; কেননা, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিরা আল্লাহর অবাধ্যতা, তাঁর সাথে দূরত্ব ও গাফলতি দ্বারা পরীক্ষিত হয়।'

১১. প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধে করার জন্য ধর্মীয় চেতনাকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করা উচিত। একবার যদি প্রবৃত্তিকে পরাজিত করার আনন্দ আস্বাদন করতে পারি তো আমাদের প্রত্যয় ও ইচ্ছেশক্তি বহুগুণে শক্তিশালী হবে।

১২. আমাদের উচিত আল্লাহর নিদর্শনসমূহের ভাবনায় মনকে ব্যস্ত করা। তিনি আমাদের এ ব্যাপারে চিন্তা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, চাই সে নিদর্শন কুরআনের ভেতরেই হোক অথবা বাইরের বিপুল বিশ্বচরাচর। প্রতিনিয়ত এ ধরনের ভাবনা আমাদের শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করবে। তার চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর কালাম, তাঁর নবি ও নবি-এর সাথিদের কথা না ভেবে মনে শয়তান ও শয়তানের ধ্যানধারণাকে প্রশ্রয় দেয়?

১৩. আমাদের চিন্তা করা উচিত-পৃথিবীর জীবন কত ক্ষুদ্র। এই পৃথিবীর সমুদয় অর্জনকে সে ব্যক্তি ছাড়া কেউই বড় করে দেখবে না, যার কোনো আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নেই, হৃদয় মৃত এবং উদাসীন। পরকালে এসব মানুষ যখন বুঝবে তার কাজগুলো কোনো উপকারে আসবে না, তখন আফসোস করবে; সে শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। এমনকি যাদের অনেক সৎকাজের সঞ্চয় আছে তাদের মাঝেও অনুতাপের অনুভূতি জাগবে, যখন বুঝতে পারবে আরও অধিক কিছু অর্জনের ছিল।

১৪. আমাদের জানা উচিত, আল্লাহ আমাদের মৃত্যুহীন এক অনন্ত জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এমন জীবন, যেখানে দুঃখ-দুর্দশা নেই, ভয়ভীতি নেই, দারিদ্র্য নেই, নেই কোনো অপূর্ণতা। আছে সহজ সাবলীলতা, আনন্দ উৎফুল্লতা, আছে প্রাচুর্য, আছে গৌরব। আল্লাহ আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আখিরাতের অনন্ত জীবনের পূর্বে পরীক্ষার্থী হিসেবে। এ জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মান-অপমান, ঝুঁকি ও নিরাপত্তা একসাথে মিশে আছে। অধিকাংশ মানুষ এই পৃথিবীতেই আনন্দ ও আয়েশের সন্ধান করে। অনেকেই পায় না, যারা পায় তারাও আবার বেশিদিন ভোগ করতে পারে না। নবিজি মানুষদের পরকালের অনন্ত সুখের প্রাচুর্যময় জীবনের প্রতি আহ্বান করেছেন। যারা তাঁর ডাকে সারা দেবে তারা উৎকৃষ্ট জীবন লাভ করবে এ পৃথিবীতে যে জীবন আমীর-উমারাদের জীবনের চেয়েও সমৃদ্ধ। কারণ, এ জীবনে ত্যাগেই রয়েছে সত্যিকারের ঐশ্বর্য। এটা একজন মুমিনের এমনতর সম্পদ, যে জন্য শয়তান তাকে সর্বাধিক হিংসে করে থাকে।

১৫. অন্তরকে বাতিল থেকে দূরে রাখতে হবে। মনে বাতিল ধারণা এলে তা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। তা থেকে মজা লুটা যাবে না। প্রনিয়ত তা বয়ে বেড়ানো যাবে না। নয়তো তা দেউলিয়া করে ছাড়বে।

শুধু ওপরের বাস্তবতাটুকু জানাই যথেষ্ঠ নয়। লক্ষ্যে পৌঁছুনোর জন্য এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য দরকার কঠোর পরিশ্রম। উত্তম পন্থা হচ্ছে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণকারী অভ্যাসগুলোর শেকল ছিন্ন করা। কারণ, অভ্যাসের দাসত্বই আমাদের সাফল্যের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। আমাদের উচিত ফিতনার স্থান এবং প্ররোচনার পথ পরিহার করা। যেমন নবিজি বলেছেন:

مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنَا عَنْهُ

'যে কেউ দাজ্জালের কথা শুনবে, তার কাছ থেকে দূরে থাকবে।'

মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, মন্দ কাজে উসকে দেয় এমন-সব জিনিস থেকে দূরে থাকা।

মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য শয়তানের একটা পছন্দনীয় কৌশল হচ্ছে, মন্দের মধ্যে কিছুটা ভালো দেখিয়ে মানুষকে সেদিকে আহ্বান করা। মানুষ সেটার নিকটবর্তী হওয়ামাত্র শয়তানের ঘেরাটোপে আটকা পড়ে। কেবল বুদ্ধিমানরাই এটা পূর্ব থেকে আঁচ করতে পারে।

সালাফের অসুস্থকালীন প্রার্থনা

সালাফের অবস্থার প্রতি নজর দাও। দেখো, তারা অসুস্থ অবস্থায় কী কামনা করতেন।

হাসান বলেন, 'রাতে জ্বর আসলে সাহাবিগণ সে জ্বরের বিনিময়ে বিগত গুনাহসমূহের কাফফারা কামনা করতেন।'

ইবরাহিম আন-নাখয়ি বলেন, 'সাহাবিগণ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর সময় কষ্ট পাওয়া পছন্দ করতেন। '

সাহাবিগণ বলতেন, 'মুমিনের সর্বশেষ কষ্ট হলো মৃত্যুর যন্ত্রণা।'

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস -এর ব্যাপারে খ্যাতি ছিল যে, তাঁর দুআ কবুল হয়। তো তাঁর চোখে রোগ দেখা দিলে লোকজন তাঁকে বলল, 'আপনি যদি নিজের চোখের সুস্থতা চেয়ে দুআ করতেন!' তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার কাছে আমার চোখের চেয়ে অধিক প্রিয়। '

আল্লাহ তাআলার যথাযথ শান ও মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। সুলাইমান আত-তাইমি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর অনুগ্রহ করেন তাঁর সক্ষমতা অনুযায়ী এবং বান্দার জন্য শোকর আবশ্যক করেন বান্দার সক্ষমতা অনুযায়ী। '

বিপদগ্রস্ত লোকের সান্ত্বনা লাভের আরেকটি উপায় হলো, সে গভীর দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করবে এবং বিশ্বাস করবে যে, দুনিয়ার যা বিস্বাদ, তা-ই আখিরাতে স্বাদ-আহ্লাদে পরিণত হবে। আল্লাহ তাআলা এটিকে পরিবর্তন করে দেবেন। আর দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদ আখিরাতে বিস্বাদে পরিণত হবে। আর কিছু সময়ের বিস্বাদের তুলনায় স্থায়ী স্বাদ-আহ্লাদ উত্তম। যদি এরপরেও বিষয়টি অস্পষ্ট লাগে, তবে সত্যবাদী নবি মুহাম্মাদ এ-এর হাদিসটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে -

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

'জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে আর জাহান্নামকে ঢেকে রাখা হয়েছে কামনা-বাসনা দিয়ে।'

প্রশান্তি লাভের আরেকটি উপায় হলো, বিপদগ্রস্ত লোকটি সবর করবে, প্রতিদান কামনা করবে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকবে। এই আশায় যে, আল্লাহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তার মুসিবতের বিনিময় দান করবেন।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাকে ব্যর্থ করবেন না; বরং তাকে বিনিময় দান করবেন। কারণ একমাত্র আল্লাহর নিয়ামত ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুরই বিনিময় রয়েছে।

সবরের প্রতিদান

শাকিক আল-বলখি বলেন, 'কেউ যদি বিপদাপদের প্রতিদান দেখতে পেত, তবে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করত না।'

হে আল্লাহ, আপনার যে পরিমাণ প্রশংসা করলে আপনি খুশি হন, সে পরিমাণ আপনার প্রশংসা করছি। কারণ, আপনি আমাদের উত্তম প্রতিদান দান করেছেন এবং আমাদের জন্য উত্তম ফয়সালা করেছেন। আপনি ছাড়া আমাদের আশা ব্যক্ত করা ও আশ্রয় চাওয়ার আর কোনো পাত্র নেই।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। [সুরা বাকারা,১৫৫]

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল ইরশাদ করেন:

مَا يَزَالُ البَلَاءُ بِالمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

'মুমিন নর-নারীর জীবনে, তাদের সন্তান-সন্ততিতে, ধন-সম্পদে একের পর এক বালা-মুসিবত আসতে থাকে; (আর তার সাথে পাপরাশি ক্ষমা হতে থাকে) এমনকি একপর্যায়ে সে গুনাহবিহীন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হয়। '

রাসুল অন্য হাদিসে

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

'আর তোমরা সালাত ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো।''

সবরকারীদের প্রতিদান

আমরা যতদিন পৃথিবীর বুকে বসবাস করব, ততদিন বিপদাপদ আমাদের সাথেই থাকবে। কখনো আমাদের সাথে, কখনো আমাদের ধন-সম্পদের সাথে এবং কখনো আমাদের সন্তানাদির সাথে।

আল্লাহর নবি ইয়াকুব ও ইউসুফ-এর ব্যাপারেও তা-ই হয়েছিল। ইউসুফ-এর বিরহ ব্যথায় ইয়াকুব-এর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

'শোকে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। '২৫৪

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হুমাম কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন, 'ইয়াকুব তাঁর কঠিন পেরেশানিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, ফলে তিনি কেবল উত্তম কথাই বলেছেন। ২৫৫

শামার থেকে বর্ণিত, তিনি বিপদগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় বলতেন, 'তোমার রব তোমার ব্যাপারে যে ফয়সালা করেছেন, তার ওপর সবর করো।'২৫৬

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারাআমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করত, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। '

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুফইয়ান বিন উয়াইনা কাজের সর্দার তথা সবর অর্জন করল, আমিও সর্দার বানিয়ে দিলাম। বলেন, 'তাঁরা যখন সব (আল্লাহ) তাঁদের মানুষের আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য তিনটি বিষয় একত্র করেছেন, যেগুলো অন্যদের জন্য একত্র করেননি। বিষয়গুলো হলো, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ অনুগ্রহ, রহমত ও হিদায়াত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে-

وَالْأَذَى بِالْمَنْ صَدَقْتِكُمْ تُبْطِلُوا لا

অর্থাৎ- 'তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করিও না।' (সূরা বাক্বারাহ ২৬৩ আয়াত)

সুতরাং যেই ব্যক্তি দান করার পর খোটা দেওয়া এবং অপরকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সবর না করবে, তাহার আমল বাতিল বলে গণ্য হবে।

সর্বাবস্থায় সবরের আবশ্যকতা

পৃথিবীতে মানুষ যে সকল অবস্থার মুখোমুখি হয়, সেই সকল অবস্থায় দুই প্রকারে বিভক্ত। অর্থাৎ, হয় সেগুলি তাহার চাহিদা ও স্বার্থের অনুকুল হবে, না হয় প্রতিকূল। অনুকূল বা প্রতিকূল উভয় ক্ষেত্রেই সবর করতে হবে। কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে-

اسْتَغْنَى رَاهُ أَنْ لَيَطْغَى الْإِنْسَانَ إِنَّ

অর্থাৎ- মানুষ সীমালংঘন করে, এই কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (সূরা আ'লাক ৬-৭ আয়াত)

জনৈক বুজুর্গ বলেন, বিপদাপদের সময় ঈমানদার সবর করে। কিন্তু- নিরাপদ অবস্থায় সবর করা কেবল সিদ্দীকের কাজ। হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন, বিপদের তুলনায় নিরাপদ অবস্থায় সবর করা অধিক কঠিন। ছাহাবায়ে কেরামের নিকট সম্পদের আগমন ঘটলে তারা বলতেন, দারিদ্র্য ও বিপদের সময় যখন আমাদের পরীক্ষা নেয়া হয়, তখন আমরা সবর করলাম। কিন্তু আমরা যখন নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতার ফেৎনার শিকার হলাম, তখন আমরা সবর করিতে পারলাম না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির ফেৎনা সম্পর্কে সতর্ক করে এরশাদ করেছেন-

اللهِ ذِكْرِ عَنْ أَوْلَادُكُمْ وَلَا أَمْوَالُكُمْ كُمْ تُلْهِ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

অর্থাৎ- মোমেনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল না করে (সূরা মুনাফিকুন ১৯ আয়াত)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে-

فَاحْذَرُوهُمْ كُمْ لَ عَدُوٌّ أَوْلَادِكُمْ وَ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ إِنَّ

অর্থাৎ- তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।

বিপদে বে-সবর বান্দার অবস্থা

বিপদে পড়লে যদি গুনাহ মোচন হয়, পাপরাশী ঝরে যায় তবে এটা তো বিশাল এক নেয়ামত। সাধারণভাবে বালা-মসিবত আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত লাভের মাধ্যম। তবে কোন ব্যক্তি যদি এ বিপদের কারণে এর থেকে আগের থেকে আরও বড় গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে তবে তা দ্বীনের ক্ষেত্রে তার জন্য বিশাল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, কিছু মানুষ আছে যারা দারিদ্রতায় পড়লে বা অসুস্থ হলে তাদের মধ্যে মুনাফেকি, ধৈর্য হীনতা, মনোরোগ, স্পষ্ট কুফুরী ইত্যাদি নানান সমস্যা সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেকে কিছু ফরয কাজ ছেড়ে দেয়। অনেকে বিভিন্ন হারাম কাজে লিপ্ত হয়। ফলে দ্বীনের ক্ষেত্রে তার বড় ক্ষতি হয়ে যায়। সুতরাং এ রকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিপদ

না হওয়াই কল্যাণকর। মুসীবতের কারণে নয় বরং মুসীবতে পড়ে তার মধ্যে যে সমস্যা সৃষ্টি তার কারণে বিপদ না আসাই তার জন্য কল্যাণকর।

সবর আকীদার অন্যতম মূল বিষয়। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের ছয় রুকনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। মুছীবতে পড়ে বান্দার ধৈর্যধারণ করতে না পারা ঈমানের এ রুকনের প্রতি তার ঈমান না থাকার প্রমাণ কিংবা এর প্রতি তার ঈমানী দুর্বলতার পরিচয়। পরিণামে সে আপদে-বিপদে অধৈর্যতা, অস্থিরতা ও বিরক্তি প্রকাশ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এটি এমন কুফুরী, যা ইসলামী আকীদাকে নষ্ট করে ফেলে।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

'মানুষের মধ্যে এমন দু**'**টি মন্দ স্বভাব রয়েছে যা দ্বারা তাদের কুফুরী প্রকাশ পায়। একটি হচ্ছে মানুষের বংশের মধ্যে দোষ লাগানো, অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা**'**।

এ দু**'**টি স্বভাব কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা জাহেলী যামানার লোকদের স্বভাব ছিল। তবে যার মধ্যে কুফুরীর কোনো স্বভাব পাওয়া যায় সে সম্পূর্ণরূপে কাফের হয়ে যায়না।

বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

'যে ব্যক্তি মুছীবতে পড়ে স্বীয় গালে চপেটাঘাত করে, বুকের জামা ছিড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়**'**।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী**:**

وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

'জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে**'** এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন**:** জাহেলী যামানার চিৎকার বলতে এখানে জাতীয়তাবাদ এবং গোত্র প্রীতির দিকে আহবান করার কথা বলা হয়েছে। এমনি মাযহাব, দল এবং শাইখদের জন্য গোঁড়ামি করাও জাহেলিয়াতের আহবানের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ কোনো শাইখকে অন্য কারো উপর প্রাধান্য দিয়ে তার দিকে আহবান করা, এর উপর ভিত্তি করেই কাউকে বন্ধু বানানো, কাউকে শত্রু বানানো। এ সবগুলোই জাহেলিয়াতের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

বিপদে বে-সবর বান্দার করণীয়

পার্থিব জগতে মুমিন বান্দা যেসব মুছীবতের সম্মুখীন হয়, তাতে সে সবরের মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে তাকে জানতে হবে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ হতেই। অতঃপর সে সন্তুষ্ট থাকবে ও তাক্বদীরকে মেনে নিবে। বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করা থেকে নিজের নক্সকে বিরত রাখবে। বিশেষ করে যখন জবান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হওয়ার উপক্রম হবে, তখন জবান ও অঙ্গ- প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

যে সকল ক্ষেত্রে সবর করা যাবে না:

শরীয়তের হুকুম হিসাবে সবর কয়েক প্রকার। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কতক সবর ফরজ, কতক মাকরূহ আবার কতক সবর হারাম। শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়ে সবর করা ফরজ। যেই সকল বিষয় শরীয়তে মাকরূহ সেই সকল বিষয়ে সবর করা নফল। অনুরূপভাবে যেই সকল পীড়ণ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেই সকল বিষয়ে সবর করা হারাম। যেমন কেউ অন্যায়ভাবে কারো হাত কেটে ফেললো, আর সে তার কোন প্রতিবাদ না করে নীরবে সবর করল কিংবা কাহরো বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হলো আর এই ব্যক্তি তাতে কোন বাধা না দিয়ে নীরবে সবর করল। বলাবাহুল্য, এইরূপ ক্ষেত্রে সবর করা সম্পূর্ণ হারাম। এমনিভাবে যেই পীড়ন

শরীয়তে হারাম না বটে কিন্তু মাকরূহ, এই ক্ষেত্রে সবর করাও মাকরূহ। মোটকথা, সবরের বিস্তারিত বিধি-বিধান জানা আবশ্যক। 'সবর ঈমানের অর্ধেক' কেবল এই কথা জেনে এমন মনে করা সঙ্গত হবে না যে, সকল ক্ষেত্রেই সবর করা উত্তম।

মসিবত উভয়টাই পরীক্ষা। মসিবত আসলে সবর করতে হবে, আর নিআমত পেলে শোকর করতে হবে। তবে নিআমতের হক আদায় করে শোকর করার চেয়ে মসিবতে সবর করা সহজ। সুতরাং মসিবতের পরীক্ষার তুলনায় সুখ-শান্তির পরীক্ষা কঠিন। এজন্যেই তো হযরত উমর রা. বলেছেন-

بلِيْنَا بِالضَّرَاءِ فَصَبَرْنَا، وَبُلِيْنَا بِالسَّراءِ فَلَمْ نَصْبِرْ

আমাদের উপর বিপদের পরীক্ষা এসেছিল। তখন আমরা সবর করেছি। কিন্তু যখন আমাদের উপর সুখের পরীক্ষা এল তখন আমরা ছবর) শোকর (করতে পারিনি।।৮

অসুস্থতার দিনে সবরের পরীক্ষা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি জীবন এবং মৃত্যু দান করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। ভালো জিনিস দিয়ে যেমন পরীক্ষা করেন, আবার দুঃখ-কষ্ট দিয়েও তিনি পরীক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন, 'জীবমাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের মন্দ ও ভালোতে লিপ্ত করি এবং তোমাদের সবাইকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৩৫)

অসুস্থতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বান্দার ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি বান্দার বিশ্বাস কতটুকু, তা পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহ চান বান্দা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হয়ে যাক। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ সাধন করতে চান, তখন তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে তাকে বিপদে নিক্ষেপ করেন। আর যখন তিনি তাঁর কোনো বান্দার অকল্যাণ সাধন করতে চান, তখন তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান হতে বিরত থাকেন। তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাকে পুরোপুরি শাস্তি দেন। তিনি আরো বলেন, বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহ তাআলার) সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহ তাআলার) অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। (জামে তিরমিজি, হাদিস: ২৩৯৬)/৯৯

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ نْ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

অর্থ: জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। আর আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

কখনো দুঃখ-দুর্দশা দিয়ে, কখনো পার্থিব সুখ-শান্তি দিয়ে, কখনো সুস্বাস্থ্য ও প্রশস্ততা দিয়ে, কখনো অসুস্থতা ও সংকীর্ণতা দিয়ে, কখনো ধনবত্তা ও বিলাস- সামগ্রী দিয়ে, কখনো দরিদ্রতা ও অভাব দিয়ে পরীক্ষা করে থাকি। যাতে কে কৃতজ্ঞ ও কে অকৃতজ্ঞ, কে ধৈর্যশীল ও কে অধৈর্য তা আমি পরীক্ষা করি। কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য আল্লাহর সন্তুষ্টির এবং অকৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যহীনতা আল্লাহর অসন্তুষ্টির বড় কারণ। প্রত্যেক মানুষের তার কর্মানুসারে ভাল-মন্দ প্রতিদান দেওয়া হবে। যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য উত্তম এবং যারা অসৎকর্মশীল তাদের জন্য মন্দ বিনিময় দেওয়া হবে। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান।

বে-সবরের পরিনতি

ঈমান ও তাকওয়ার পথে কষ্ট অনিবার্য এবং প্রবৃত্তি ও আত্মার চাহিদাকেও কুরবানী করা অবধারিত। যার জন্য ধৈর্যের দরকার। এই জন্য ধৈর্যশীলদের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান এমন অপরিসীম ও অগণিত রূপে দেওয়া হবে যা কোন ওজন বা হিসাবের যন্ত্র দ্বারা ওজন বা হিসাব করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ তাদের পুরস্কার অপরিমিত হবে। কারণ যার হিসাব করা যায়, তার একটি সীমা থাকে আর যার কোন সীমা ও শেষ নেই,তা গণনা করা অসম্ভব। এটি ধৈর্যের এমন বৃহৎ মাহাত্ম্য যা অর্জন করার চেষ্টা প্রত্যেক মুসলিমকে করা উচিত। কারণ অধৈর্য হয়ে হা-হুতাশ, ক্ষোভ প্রকাশ বা কান্না-কাটি করে কষ্ট ও বিপদ দূর করা যায় না, যে কল্যাণ ও বাঞ্ছিত জিনিস লাভে বঞ্চনা আসে, তা অর্জন করা যায় না এবং যে অপছন্দনীয় অবস্থা এসে যায়, তা দূর করা সম্ভব হয় না। অতএব মানুষের উচিত, সবর করে সেই বৃহৎ সওয়াবের অধিকারী হওয়া, যা আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান।

বে সবর বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত করে কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে-

عِينَ أَجْمَ   النَّاسِوَ الْجِنَّةِ مِنَ جَهَنَّمَ لَأَمْلَتَنَّ مِنِّي   الْقَوْلُ حَقَّ لَكِنْ وَ هُدَاهَا   نَفْسٍكُلَّ تَيْنَا لَا شِئْنَا لَوْ وَ

আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এই উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা সেজদা ১৩ আয়াত)

উপরোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করে চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়। কেহ তাদেরকে হেদায়েত করতে চাইলে তাদের অবস্থা কি দাঁড়ায় লক্ষ্য কর-

الْعِلْمِ مِنَ مَبْلَغُهُمْ ذَلِكَالدُّنْيَا الْحَيَوةَ إِلَّا يُرِدْ وَلَمْ ذِكْرِنَا عَنْ تَوَلَّى عَمَّن   فَاعْرِضْ

অর্থাৎ- অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তার দিক হতে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের পরিধি এই পর্যন্তই। (সূরা নাজম ২৯-৩০ আয়াত)

বর্ণিত অবস্থার পরিচয় হলো, মোজাহাদা ও চেষ্টা-তদ্বির ত্যাগ করতঃ পার্থিব কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙক্ষা নিয়ে গর্বিত থাকা। ইহা নির্বুদ্ধিতার চরম স্তর। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন-

على تمنى و هوها ات بع من الحمق و الموت بعد ل ما عمل ونفسه دان من الكيس

অর্থাৎ- সেই ব্যক্তি জ্ঞানী, যে নিজেকে সংযত রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার জন্য আমল করে। আর সেই ব্যক্তি নির্বোধ যে নিজের ইচ্ছার অনুকরণ করে এবং আল্লাহর নিকট বাসনা করে। অর্থাৎ- এই শ্রেণীর লোককে কে উপদেশ দিলে বলে, আমি তো তওবা করতে চাচ্ছি কিন্তু সময় হয়ে উঠতেছে না। সুতরাং এই কারণে তার আশাও করছি না। আর তওবা করার ইচ্ছা না থাকলে বলে, আল্লাহ পাক তো গাফুরুর রাহীম এবং ক্ষমাশীল ও দয়ালু, তিনি ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহর জমিনে সবচাইতে বড় অপরাধ হলো, প্রবৃত্তি ও খাহেশাতে নফসানীর আনুগত্য করা এবং সব চাইতে উত্তম বস্তু হলো আকল ও বিবেক-বুদ্ধি। এক্ষণে এই সর্বাধিক উত্তম বস্তুটিকে সর্বাধিক মন্দ বিষয়ের অনুগত করা, এ অপেক্ষা অধিক নাশোকরী আর কিছুই হতে পারে না।

মুসীবতে বে-সবর হলে তা হতে উত্তোরণের উপায়

মসীবতে পতিত হয়ে পেরেশানী হতে বাঁচার অন্যতম চিকিৎসা হচ্ছে, বান্দা এই দৃঢ় বিশ্বাস করবে, যেই মসীবতে সে আক্রান্ত হয়েছে, তা কখনই তাকে ছাড়ার ছিলনা। আর যেই মসীবতে সে পড়েনি, তা তার তাকদীরে লিপিবদ্ধই ছিলনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

ما   أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي   الأَرْضِوَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

'পৃথিবীতে এবং তোমাদের উপর যে বিপদ আসে তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এ জন্যে, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য উল্লাসিত না হও। আল্লাহ্ কোন উদ্যত অহংকারীকে পছন্দ করেন না'।

মসীবতে পড়ে কেউ যদি স্বীয় মসীবতটি নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে দেখতে পাবে যে, তার রব (প্রভু) তার জন্য ছুটে যাওয়া বস্তু অনুরূপ বা তার চেয়ে আরও উত্তম বস্তু রেখে দিয়েছেন। মসীবতে পড়ে সে যদি সবর করে ও তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এমন বস্তু সঞ্চয় করে রেখেছেন, যা ঐ মসীবতের চেয়ে অনেক বড়।

মসীবতে পতিত ব্যক্তির উচিৎ তার ডানে-বামে তাকিয়ে অন্যান্য মসীবতগ্রস্ত লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। সে অচিরেই দেখতে পাবে যে, কোন উপত্যকাই মসীবতগ্রস্ত থেকে খালী নেই এবং প্রত্যেক গ্রাম ও শহর শুধু সুখী মানুষে ভরপুর নয়। দুনিয়ার সুখ অল্প সময় হাসালেও অধিক সময় কাঁদায়, এক দিন খুশী করলে জেনে রাখা উচিৎ ধৈর্য হারা হওয়ার শেষ পরিণতি হল অনিচ্ছাকৃত সবর। অর্থাৎ মসীবতে পড়ে কিংবা প্রিয় ও কাঙ্খিত বস্তু হারিয়ে মাত্রাতিরিক্ত হাহুতাশ করলেও এক সময় তাকে সবর করতেই হবে এবং উচ্চঃস্বরে কান্নাকাটি ও বিলাপ করলে, অধৈর্য হয়ে মাথার চুল ছিড়লে, বুক ও গালে আঘাত করলে এক সময় তার শক্তি শেষ হয়ে যাবে এবং ক্লান্ত হয়ে সে মসীবতে বিরক্তিবোধ করা থেকে বিরত হবে। ফলে সে সবর করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তার এই সবর প্রশংসিত নয় এবং তার বিনিময়ে সে ছাওয়াবও পাবেনা।

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

'আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে মসীবতে ফেলে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি মসীবতের সময় সন্তুষ্ট থাকবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি'।

বে-সবর কবিরা গুনাহ্

কারোর উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন বিপদ আসলে তাতে অধৈর্য হয়ে বিলাপ করা, মাথা, গাল বা বুকে আঘাত করা, মাথার চুল বা পরনের জামা কাপড় ছেঁড়া, মাথা মুন্ডন করা বা নিজের সমূহ ধ্বংস কিংবা যে কোন অকল্যাণ কামনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ ، الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ .

'মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র কুফরি পর্যায়ের। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা আর অপরটি হচ্ছে কোন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা'। (মুসলিম ৬৭)

আবূ মালিক আশ্-আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ

আবু বকর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মুসলিম প্রতিটি মুসিবতে প্রতিদান পায়। এমনকি সামান্য কষ্ট ও জুতোর ফিতা ছেঁড়ার মতো সামান্য মুসিবতেও। নিজের আস্তিনের ভেতর রাখা সামান্য জিনিস, যা সে খুঁজে অস্থির হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পরে পায়, তাতেও তার জন্য প্রতিদান রয়েছে।

উকবা ৯-এর এক ছেলে মারা গেল। তার নাম ছিল ইয়াহইয়া। তাকে কবরে রাখার পর এক লোক বলল, 'যদি সে কোনো বাহিনীর কমান্ডার হতো, তাহলে তার ব্যাপারে সাওয়াবের আশা করা যেত।' তখন তার পিতা (উকবা) বললেন, 'তার মৃত্যুতে আমার সাওয়াব পাওয়া সুনিশ্চিত। সে দুনিয়াতে আমার পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ছিল, এখন মৃত্যুর পর স্থায়ী সৎকর্মসমূহের একটি হয়ে গেল (অর্থাৎ তার মৃত্যুতে সবর করার কারণে আমি সাওয়াব পেতে থাকব)।

বিপদাপন্ন ব্যক্তি যেন আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল-এর সুন্নাতের প্রতি লক্ষ করে। তাহলে সে দেখবে যে, আল্লাহ তাআলা সবরকারী এবং সন্তুষ্ট বান্দার জন্য হারানো জিনিসের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বরাদ্দ করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা চাইলে এগুলোকে আরও বাড়াতে পারেন। অন্যান্য বিপদাপন্ন লোকের প্রতি তাকিয়ে নিজের বিপদের আগুন নির্বাপিত করা একটি উপকারী বিষয়। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি শহর বা গ্রাম, প্রতিটি পরিবার ও গৃহই বিপদাক্রান্ত। তাদের কেউ একবার আক্রান্ত হয়েছে, কেউ একাধিকবার। এভাবে বিপদ প্রত্যেককেই গ্রাস করেছে। এমনকি একটি পরিবারের প্রত্যক সদস্যই তাতে আক্রান্ত হতে পারে এবং বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আরও বিপদের সম্মুখীন হওয়াও স্বাভাবিক। পূর্ববর্তীদের মাঝে এ ধরনের বিপদগ্রস্ত লোকের অনেক নজির আছে। তাদের কেউ কেউ এমন বিপদগ্রস্ত ছিল যে, তাদের ডানে-বামে শুধু বিপদ আর দুর্দশাই ছিল। এদের দেখে সান্ত্বনা লাভ করা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য জরুরি।

উপসংহার

পুরো জগৎ খুঁজেও মুসিবতহীন একজন লোকও পাওয়া যাবে না। জগতের প্রতিটি সদস্যই কোনো না কোনো বিপদে আক্রান্ত; কেউ প্রিয় কিছু হারিয়ে বিপদগ্রস্ত; কারও কাছে অপ্রিয় কিছু এসে যাওয়ায় বিপদগ্রস্ত। সুতরাং

দুনিয়ার আনন্দ ক্ষণিকের স্বপ্ন অথবা ক্ষণস্থায়ী ছায়ার মতো। যেখানে স্বল্প হাসলে বেশি কাঁদতে হয় এবং একদিন আনন্দ করলে এক যুগ বেদনায় কাটাতে হয়। এখানে একদিনের সুখ দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা। সুখে ভরা প্রতিটি গৃহই দুঃখের দৃষ্টান্ত। যার কাছে আনন্দ এসেছে, তার কাছে দুঃখও এসেছে। যদি দুনিয়া তার তিরগুলো নিক্ষেপ করে এবং তরবারিগুলো শাণিত করে, তবুও আমরা আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকব এবং তার ফয়সালায় শোকর করব এবং আনুগত্যে সবর করব। আর তিনি হলেন, অনুগ্রহকারী এবং পর্যাপ্ত দানকারী।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'যারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অপরিমিত। '[সুরা যুমার:১০]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শোকরকারী, সন্তুষ্ট, সবরকারী এবং প্রতিদান প্রত্যাশীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাদেরকে সেই জান্নাতে একত্র করুন, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান। যাতে রয়েছে সফলতা। যেখানে নেই ব্যর্থতা। যাতে রয়েছে অমর জীবন ও চিরস্থায়ী বিলাসিতা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবরকারী হিসেবে কবুল করুন, যাদের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

'যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। [সুরা বাকারা ১৫৫-১৫৭]জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একরকম অতিবাহিত হয় না। কখনো হাসি-আনন্দ, কখনো দুঃখ-বেদনা-এটাই জীবনের বাস্তবতা। তবে মুমিনের প্রতিটি মুহূর্তই কল্যাণকর, যদি সে সবর ও শোকরের গুণে গুণান্বিত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

علنا الأثر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابقة سراة شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له

'মুমিনের বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর। তার সব বিষয়ই কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত কারও জন্য এমনটা হয় না। যদি সে সুখে থাকে, তবে শোকর করে।ফলে এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি দুঃখে থাকে, তখন সবরকরে। ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়।' -সহিহু মুসলিম ২৯৯৯

তথ্যসূত্র

১. সুনানুন তিরমিজি

২. উদ্দাতুস সাবিরিন

৩. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম

৪. তাসালিয়াতু আহলিল মাসায়িব

৫. কিতাবুস শোকর

৬. তারিখুল খুলাফা

৭. https://www.hadithbd.com/books/error/?id=13237

৮. https://www.alkawsar.com/bn/article/3470/

৯. https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=2&chapter=596

১০. https://islamqa.info/bn/answers/154215/

১১. https://islamqa.info/bn/answers/369/. https://islamqa.info/bn/answers/224885/

১২. https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic life/2021/09/16/1074131

১৩. https://www.alkawsar.com/bn/article/2703/

১৪. https://muslimbangla.com/article/470/

১৫. https://alheraralo.wordpress.com

১৬. https://www.hadithbd.com/books/error/?id=13237

১৭. সহীহ মুসলিম ৫৪-(১৫৭), ইবনু মাজাহ ৪০৩৭, সিলসিলাতুস সহীহাহ্ ৫৭৮, সহীহুল জামি ৭০০২।

১৮. https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3973.

১৯. https://ifatwa.info/30599/

২০. https://ifatwa.info/22279/